Toppersnotes®
Unleash the topper in you

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

প্রাদেশিক নাগরিক সেবা

প্রিলিম এবং মেইনস

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন

ভলউিম - ৪
Volume - 8

ভারতীয় রাজনীতি ও সংবিধান - I
(Indian Politics & Constitution - I)

SIERRA INNOVATIONS

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিস

ভলিউম ৪

ভারতীয় রাজনীতি ও সংবিধান - ।

S. No.	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
1.	**ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক** • একটি সংবিধানের কার্যাবলী • ভারতের সংবিধানের বিবর্তন • গণপরিষদ্ • গণপরিষদের কমিটি	1
2.	**প্রস্তাবনা** • প্রস্তাবনা সম্পর্কিত মূল শর্তাবলী • সংবিধানের একটি অংশ হিসাবে প্রস্তাবনা	11
3.	**সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য** • ভারতীয় সংবিধানের অংশ ও তফসিল	17
4.	**ইউনিয়ন এবং এর অঞ্চল** • সাংবিধানিক বিধান • রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিবর্তন	24
5.	**নাগরিকত্ব** • সাংবিধানিক বিধান • নাগরিকত্ব • নাগরিকত্ব আইন 1955 • ভারতের বিদেশী নাগরিক • নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019	30
6.	**মৌলিক অধিকার** • সাংবিধানিক বিধান • মৌলিক অধিকারের উপত্তি • মৌলিক অধিকারের বৈশিষ্ট্য • ছয়টি মৌলিক অধিকার • রিট এবং এর প্রকারভেদ • মৌলিক অধিকারের উপর বিধিনিষেধ • সামরিক আইন এবং মৌলিক অধিকার • সংবিধানের তৃতীয় অংশের বাইরের অধিকার • মৌলিক অধিকারের ব্যতিক্রম	46
7.	**রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি** • সাংবিধানিক বিধান • নির্দেশমূলক নীতির বৈশিষ্ট্য • নির্দেশমূলক নীতির শ্রেণীবিভাগ • পরবর্তীতে নতুন নির্দেশমূলক নীতি যোগ করা হয়েছে • নির্দেশমূলক নীতির উপযোগিতা • ডিপি বাস্তবায়ন • DPSP এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব	79

8.	**মৌলিক কর্তব্য** • সাংবিধানিক বিধান • মৌলিক কর্তব্য • মৌলিক কর্তব্যের বৈশিষ্ট্য • মৌলিক কর্তব্যের সমালোচনা • মৌলিক কর্তব্যের তাপর্য • মৌলিক দায়িত্ব সম্পর্কে ভার্মা কমিটির পর্যবেক্ষণ	**89**
9.	**সাংবিধানিক সংশোধন** • সাংবিধানিক বিধান • সংশোধনের প্রকার • সংশোধনের পদ্ধতি:	**92**
10.	**কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক** • সাংবিধানিক বিধান • আইনী সম্পর্ক • আর্থিক সম্পর্ক • অর্থ কমিশন	**96**
11.	**আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক** • সাংবিধানিক বিধান • আন্তঃরাজ্য জল বিরোধের বিচার • নদীর পানি বিরোধ ট্রাইব্যুনাল • পরিষদ	**114**
12.	**জরুরী বিধান** • সাংবিধানিক বিধান • জরুরী অবস্থার ধরন	**122**
13.	**রাষ্ট্রপতি** • ইউনিয়ন নির্বাহী • সাংবিধানিক বিধান • রাষ্ট্রপতি নির্বাচন • নির্বাচনে ভোট • যোগ্যতা • রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন্য শপথ • রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের শর্তাবলী • রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অনাক্রম্যতা এবং বিশেষাধিকার • রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের মেয়াদ • রাষ্ট্রপতির অভিশংসন • রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে শূন্যপদ • শূন্য পদে নির্বাচন • রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা • রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা • রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ তৈরির ক্ষমতা (ধারা 123) • রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার ক্ষমতা • রাষ্ট্রপতির বিবেচনামূলক ক্ষমতা	**130**
14.	**উপরাষ্ট্রপতি** • সাংবিধানিক বিধান • নির্বাচন • যোগ্যতা • শপথ	**142**

	• অফিসের শর্তাবলী • ইমোলুমেন্টস • অর্থবিল • অফিসে শূন্যপদ • অফিস থেকে অপসারণ • ভাইস প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা	
15.	**প্রধানমন্ত্রী** • সাংবিধানিক বিধান • নিয়োগ • শপথ • যোগ্যতা • অর্থবিল • ইমোলুমেন্টস • প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা	**145**
16.	**কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ** • সাংবিধানিক বিধান • গঠন • মন্ত্রী নিয়োগ • মন্ত্রীদের শপথ • মন্ত্রীদের বেতন • মন্ত্রীদের দায়িত্ব • মন্ত্রিসভা কমিটি	**149**
17.	**সংসদ** • সাংবিধানিক বিধান • সংসদের রচনা • দুই ঘরের রচনা • সংসদ সদস্যপদ • সংসদের প্রিজাইডিং অফিসাররা • সংসদে নেতারা • সংসদীয় কার্যধারার ডিভাইস • সংসদে আইন প্রণালী • সংসদে বাজেট • অনুদান • কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য তহবিল • সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী • রাজ্যসভার অবস্থান • সংসদীয় বিশেষাধিকার • সংসদের সার্বভৌমত্ব • সংসদীয় কমিটি • সংসদীয় ফোরাম • সংসদীয় গ্রুপ	**158**

1 অধ্যায় ভারতীয় সংবিধানের প্রাথমিক

- মৌলিক আইনি-রাজনৈতিক নিয়মের একটি সেট যা:
  - রাজ্যে, আইন প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান সহ **সকলের উপর আবদ্ধ**;
  - সরকার, রাজনৈতিক নীতি এবং নাগরিকদের অধিকারের প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন এবং পরিচালনার বিষয়ে উদ্বেগ;
  - সর্বব্যাপী সর্বসাধারণের বৈধতার উপর ভিত্তি করে;
  - **সাধারণ আইনের চেয়ে** এটি **পরিবর্তন করা কঠিন**;
  - প্রতিনিধিত্ব এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য স্বীকৃত মানদণ্ড।

একটি সংবিধানের কার্যাবলী

- রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সীমানা ঘোষণা এবং সংজ্ঞায়িত করে।
- রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি এবং কর্তৃত্ব ঘোষণা এবং সংজ্ঞায়িত করে।
- একটি জাতীয় সম্প্রদায়ের পরিচয় এবং মূল্যবোধ প্রকাশ করে।
- নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য ঘোষণা ও সংজ্ঞায়িত করে।
- **প্রতিষ্ঠা করে** সরকারের আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগীয় শাখা।
- সরকার বা উপ-রাষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের **বিভিন্ন স্তরের মধ্যে শক্তি ভাগ করে** ।
- রাষ্ট্রের সরকারী ধর্মীয় পরিচয় ঘোষণা করে
- নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, বা উন্নয়নমূলক লক্ষ্যে রাজ্যগুলিকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে।

ভারতের সংবিধানের বিবর্তন

ভারতে কোম্পানির শাসন (1773-1858)

নিয়ন্ত্রণ আইন (Regulating Act), 1773	• ভারতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। • **বাংলার গভর্নর→বাংলার গভর্নর জেনারেল।**(লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস) • **৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ** GGB কে সাহায্য করার জন্য। • **মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নর** GGB এর অধীনস্থ প্রেসিডেন্সি। • 1 জন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য 3 জন বিচারকের সাথে কলকাতার SC(Supreme Court) গঠন করে। • **পরিচালকদের আদালত**কোম্পানির ভারতে কোম্পানির রাজস্ব, বেসামরিক এবং সামরিক বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারকে রিপোর্ট করার জন্য।

নিষ্পত্তির আইন (Act of Settlement), 1781	• **GGB এবং এর কাউন্সিল সুরক্ষিত** SC এর জুরিসডিকশন(Jurisdiction) থেকে • দাসদের তাদের দাপ্তরিক কাজের জন্য অনাক্রম্যতা প্রদান করে। • **কোম্পানির রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অব্যাহতি** SC এর জুরিসডিকশন(Jurisdiction) থেকে • **প্রশাসনের জন্য এসসি** আসামীর ব্যক্তিগত আইন। • **প্রবিধান ফ্রেম করতে GGB** প্রাদেশিক আদালত এবং কাউন্সিলের জন্য।
পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, 1784	• দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ○ **পরিচালনার জন্য পরিচালক আদালত** কোম্পানির বাণিজ্যিক বিষয় ○ **পরিচালনার জন্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড**এর রাজনৈতিক বিষয়। • **তত্ত্বাবধানে বোর্ড অফ কন্ট্রোল**এবং সরাসরি বেসামরিক ও সামরিক অভিযান এবং ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তির রাজস্ব। (প্রথমবার স্বীকৃত)
সনদ আইন(Charter Act), 1813	• ভারতে কোম্পানির **বাণিজ্যের একচেটিয়া বিলুপ্তি** ○ **ব্যতিক্রম:**চায়ের ব্যবসা এবং চীনের সাথে বাণিজ্য। • কর ধার্য করার জন্য অনুমোদিত স্থানীয় সরকার
সনদ আইন (Charter Act), 1833	• **জিজিবি**= ভারতের গভর্নর জেনারেল (লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক) ○ সমস্ত বেসামরিক এবং সামরিক ক্ষমতা অর্পিত ○ **একচেটিয়া আইনী ক্ষমতা**সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের। • **প্রতিষ্ঠান** ·বিশুদ্ধভাবে **প্রশাসনিক সংস্থা**.
সনদ আইন (Charter Act), 1853	• **পৃথক আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী কার্যাবলী** GGI এর কাউন্সিলের। • **6 সদস্য ভারতীয় আইন পরিষদ**মিনি সংসদ হিসেবে কাজ করা। • ভারতীয়দের জন্যও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা ব্যবস্থা। • ভারতীয় (কেন্দ্রীয়) আইন পরিষদে স্থানীয় প্রতিনিধিত্ব প্রবর্তন। (6 সদস্যের মধ্যে 4 জন মাদ্রাজ, বোম্বে, বেঙ্গল এবং আগ্রার স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন)

ভারতে Crown শাসন (1858 থেকে 1947)

ভারত সরকার আইন(Government of India Act), 1858	• **ব্রিটিশ সরকার ভারতের ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে** • ওরফে ভারতের ভালো সরকারের আইন। • **GGI = ভারতের ভাইসরয়**(লর্ড ক্যানিং) ○ **ব্রিটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি** ভারতে. • **বোর্ড অফ কন্ট্রোল এবং কোর্ট অফ ডিরেক্টরস** আর নেই. • **ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট**, ভারতীয় প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ সহ।

	• SSI(Secretary of State for India)-কে সহায়তা করার জন্য একটি 15 সদস্যের কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তৈরি করেছে।
ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1861	• **ভাইসরয় ভারতীয়দের বেসরকারী সদস্য হিসাবে মনোনীত করবেন**(লর্ড ক্যানিং ৩ জন ভারতীয়কে মনোনীত করেছেন: বেনারসের রাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং স্যার দিনকর রাও) • **বিকেন্দ্রীকৃত আইনী ক্ষমতা** ○ বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিগুলোকে ক্ষমতায়ন করে। • বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের জন্য নতুন আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। • **নিয়ম প্রণয়নের জন্য ভাইসরয়** এবং কাউন্সিলের জন্য আদেশ ○ **ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলের সদস্যরা** এবং তাদের বরাদ্দকৃত বিভাগের বিষয়ে আদেশ জারি করার জন্য অনুমোদিত। • **ভাইসরয় অধ্যাদেশ জারি করবেন** 6 মাসের মেয়াদ সহ জরুরি অবস্থায়।
ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1892	• **বেসরকারী সদস্য বৃদ্ধি**কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদে। • **আইন পরিষদ বাজেট নিয়ে আলোচনা করতে পারে** এবং কার্যনির্বাহীকে প্রশ্নগুলি সম্বোধন করে। • কিছু বেসরকারী সদস্যের মনোনয়নের জন্য প্রদান করা হয়েছে: ○ **ভাইসরয় কর্তৃক সি.এল.সি(CLC)** পিএলসি (**PLC**) এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সুপারিশের ভিত্তিতে ○ **গভর্নরদের দ্বারা PLC(Provincial Legislative Council)** জেলা বোর্ড, পৌরসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়ী সমিতি, জমিদার ও চেম্বারদের সুপারিশে।
ভারতীয় কাউন্সিল আইন, 1909	• ওরফে মর্লে-মিন্টো রিফর্মস। • সদস্যদের মধ্যে **CLC(Central Legislative Council)** ↑ **16 থেকে 60 পর্যন্ত** এবং পিএলসি-র সদস্যরাও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু সমানভাবে নয়। • **এলসির (LC- Legislative Council) সদস্যরা** সম্পূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাজেটে রেজুলেশন সরাতে পারেন, ইত্যাদি। • ভাইসরয় এবং গভর্নরদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে ভারতীয়দের অ্যাসোসিয়েশন। (সত্যেন্দ্র প্রসাদ **সিনহা** আইন সদস্য হিসেবে) • **মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব** এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী।
ভারত সরকার আইন, 1919	• ওরফে মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার। • **পৃথক কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিষয়**.

	○ **প্রাদেশিক বিষয়:** ▪ **স্থানান্তরিত বিষয়:**LC-এর মন্ত্রীদের সহায়তায় গভর্নর দ্বারা শাসিত ▪ **সংরক্ষিত বিষয়:**গভর্নর তার কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে শাসিত। ○ দেশে দ্বি-কক্ষতন্ত্র(Bicameral system) ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের(direct election) প্রবর্তন। • **6টির মধ্যে 3টি**ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য = ভারতীয়। • **শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী** এছাড়াও • **ফ্র্যাঞ্চাইজি দেওয়া হয়েছে** সম্পত্তি, ট্যাক্স বা শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি মানুষের কাছে। • লন্ডনে ভারতের হাইকমিশনারের কার্যালয় তৈরি করা হয়েছে। • বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষেবা কমিশন গঠন করে। • **কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে প্রাদেশিক বাজেট আলাদা** এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে তাদের বাজেট প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেয়।
ভারত সরকার আইন, 1935	• প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় ফেডারেশন = প্রদেশ + দেশীয় রাজ্য। • তিনটি তালিকায় ক্ষমতা বিভক্ত: ○ **ফেডারেল তালিকা**(কেন্দ্রের জন্য, 59টি আইটেম সহ), ○ **প্রাদেশিক তালিকা**(প্রদেশের জন্য, 54টি আইটেম সহ) ○ **সমবর্তী তালিকা**(উভয়ের জন্য, 36 টি আইটেম সহ)। • **অবশিষ্ট ক্ষমতা:**ভাইসরয়ের উপর ন্যস্ত • **প্রদেশে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত** এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চালু করে। ○ **প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার চালু করেছে** • **কেন্দ্রে রাজতন্ত্র গ্রহণ** • **ফেডারেল বিষয়** স্থানান্তরিত বিষয় এবং সংরক্ষিত বিষয় বিভক্ত ছিল. • 11টি প্রদেশের মধ্যে 6টিতে (বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, আসাম এবং যুক্ত প্রদেশ) দ্বিকক্ষতন্ত্র চালু করেছে। • **হতাশাগ্রস্ত শ্রেণী, নারী ও শ্রমের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী**. • **ভারতের কাউন্সিল বিলুপ্ত।** • **প্রতিষ্ঠিত** ○ **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**দেশের মুদ্রা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। ○ **ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন**, ○ প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন ○ জয়েন্ট পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

	○ **মার্কিন আদালত.**
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, 1947	• মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকর করে • **ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান** ○ 15 আগস্ট, 1947 থেকে ভারতকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। • **ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত** ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ দুটি স্বাধীন আধিপত্য। • গণপরিষদসমূহকে তাদের নিজ নিজ দেশের সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করে • **এসএসআই (SSI) অফিস বিলুপ্ত** এবং তার ক্ষমতা কমনওয়েলথ বিষয়ক সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে হস্তান্তর করে। ○ বেসামরিক কর্মচারীদের **অ্যাপয়েন্টমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে** • ইংল্যান্ডের রাজার ভারতের সম্রাট উপাধি বাদ দেন। ○ **ক্রাউন কর্তৃত্বের উৎস হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।** ○ **তাকে তার ভেটো বিলের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে** অথবা তার অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট বিল সংরক্ষণের জন্য জিজ্ঞাসা করা থেকে। • মনোনীত GGI এবং প্রাদেশিক গভর্নর = রাজ্যগুলির সাংবিধানিক (নামমাত্র) প্রধান।

গণপরিষদ্

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাভারতের একটি গণপরিষদ গঠনের বিধান করা হয়েছে:

- **মোট শক্তি**= 389 আংশিকভাবে নির্বাচিত এবং আংশিকভাবে মনোনীত
  - **296টি আসন**ব্রিটিশ ভারতে বরাদ্দ করা হয়েছিল
    - **292 সদস্য** 11টি গভর্নরের প্রদেশ থেকে
    - **থেকে 4**৪টি প্রধান কমিশনার প্রদেশ
  - **93টি আসন** প্রিন্সলি স্টেটস থেকে
- তাদের নিজ নিজ জনসংখ্যার **অনুপাতে আসন বরাদ্দ** ।
- **আসন** প্রতিটি ব্রিটিশ প্রদেশের জন্য বরাদ্দ ছিল মুসলিম, শিখ এবং জেনারেল (অন্যদের) মধ্যে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা।
- প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ·**সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত**একটি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ব্যবহার করে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দ্বারা।
- দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের রাজ্যের প্রধানদের দ্বারা মনোনীত করা হত
- সদস্যরা পরোক্ষভাবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়।
- **জনগণের অনুভূতি উপস্থাপন করেননি** যেহেতু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা নিজেরাই সীমিত ভোটাধিকারে নির্বাচিত হন।

- **ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির জন্য নির্বাচন** 1946 সালের জুলাই-আগস্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
  - **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** 208টি আসন জিতেছে,
  - **মুসলিম লীগ** জিতেছে ৭৩টি আসন
  - **স্বাধীন খেলোয়াড় (Independent players)**15টি আসন দখল করেছে
- **93 আসন যা প্রিন্সেলি স্টেটস দ্বারা পূরণ হওয়ার কথা ছিল**, **পূরণ করা হয়নি যেহেতু** তারা বিধানসভা থেকে বিরত ছিল
- সমাবেশে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিনিধি ছিলেন
- **মহাত্মা গান্ধী** গণপরিষদের **সদস্য ছিলেন না** ।
- **28 এপ্রিল, 1947 সালে** 6টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা বিধানসভার অংশ হয়েছিলেন
- 3 জুন, 1947-এর মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার পরে, বেশিরভাগ রাজ্যসভা সমাবেশে প্রবেশ করে।
- পরে ভারতীয় আধিপত্য থেকে মুসলিম লীগও সমাবেশে যোগ দেয়।

গণপরিষদের কাজ

- **প্রথম সভা:**9 ডিসেম্বর, 1946।
  - **মুসলিম লীগ বয়কট করে**এবং পাকিস্তানের একটি পৃথক রাষ্ট্র দাবি করে
    - প্রথম সভায় মাত্র 21 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
  - **ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিনহা**অ্যাসেম্বলির অন্তর্বর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন, (ফরাসি অনুশীলন)
  - **ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ**পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন
    - **এইচ সি মুখার্জি এবং ভিটি কৃষ্ণমাচারী · উপরাষ্ট্রপতি**

Objectives Resolutions:

- গণপরিষদে জেএল নেহরু কর্তৃক 13 ডিসেম্বর, 1946-এ উপস্থাপিত, 22 জানুয়ারী, 1947-এ বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।
- **গুরুত্বপূর্ণ বিধান**:
  - **ভারতকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করে**
  - **India shall be Union of territories of British India that join it**
  - **গণপরিষদ দ্বারা নির্ধারিত সীমানা** যা অবশিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং ইউনিয়নে নিহিত সরকার ও প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যবহার করবে
  - **ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব** জনগণ থেকে উদ্ভূত স্বাধীন ভারতের
  - ভারতের সমস্ত মানুষকে গ্যারান্টি দেবে
    - **বিচার**-সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক;
    - **সমতা-** সুযোগের, অবস্থার, এবং আইনের সামনে;
    - স্বাধীনতা- চিন্তার, মত প্রকাশের, বিশ্বাসের, আস্থার, উপাসনার, সংঘের এবং কর্মের স্বাধীনতা

- **পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা-** সংখ্যালঘু, অনগ্রসর ও উপজাতীয় এলাকা এবং অবদমিত এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য প্রদান করা হবে
- ন্যায়বিচার এবং সভ্য দেশগুলির আইন অনুসারে প্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা এবং স্থল, সমুদ্র এবং বায়ুতে এর সার্বভৌম অধিকার বজায় রাখা
- **বিশ্বে তার ন্যায্য ও সম্মানিত স্থান অর্জন করে** এবং বিশ্ব শান্তি ও মানবজাতির কল্যাণে তার পূর্ণ ও স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, 1947 এর পরে পরিবর্তনসমূহ

- **সমাবেশ** · সংবিধান প্রণয়ন করতে **সম্পূর্ণ সার্বভৌম সংস্থা**
- আইন প্রণয়ন সংস্থা হয়ে ওঠে।
  - **সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব** এবং দেশের জন্য সাধারণ আইন প্রণয়ন করে।
    - **সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে · সভাপতিত্ব করেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ**
    - **একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা হিসাবে · জিভি মাভলঙ্কার** চেয়ারম্যান হন (২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ পর্যন্ত)।
- **মুসলিম লীগ বিধানসভা থেকে প্রত্যাহার করে নেয়**
  - **মোট শক্তি হ্রাস-**সমাবেশের সংখ্যা 299 থেকে 389.
  - **ভারতীয় প্রদেশের শক্তি-**296 থেকে 229 এ কমেছে
  - **প্রিন্সলি স্টেটস** -93 থেকে 70 ।

সমাবেশ দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলী

- **কমনওয়েলথের ভারতের সদস্যপদ অনুমোদন করেছে** 1949 সালের মে মাসে
- **জাতীয় পতাকা গৃহীত** 22 জুলাই, 1947-এ ভারতের
- **জাতীয় সঙ্গীত গৃহীত** 24 জানুয়ারী, 1950 এ
- **প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে নির্বাচিত করেন** 24 জানুয়ারী, 1950 সালে ভারতের
- **1950 সালের 24 জানুয়ারি**, গণপরিষদ তার চূড়ান্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু 26 জানুয়ারী, 1950 থেকে 1951-52 সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক সংসদ হিসাবে অব্যাহত থাকে।

গণপরিষদের কমিটি

	কমিটি	নেতৃত্বে
প্রধান কমিটি	ইউনিয়ন ক্ষমতা(Power) কমিটি	জে এল নেহেরু
	ইউনিয়ন গঠন কমিটি	জে এল নেহেরু
	প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি	সর্দার প্যাটেল
	খসড়া কমিটি	ডঃ বি আর আম্বেদকর

	মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু এবং উপজাতি এবং বর্জনীয় অঞ্চল সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটি	সর্দার প্যাটেল
	মৌলিক অধিকার উপ-কমিটি	জেবি কৃপলানি
	সংখ্যালঘু উপ-কমিটি	এইচ সি মুখার্জি
	উত্তর-পূর্ব সীমান্ত উপজাতি এলাকা এবং আসাম বাদ দেওয়া এবং আংশিকভাবে বাদ দেওয়া এলাকা উপ-কমিটি	গোপীনাথ বারদোলোই
	বাদ দেওয়া এবং আংশিকভাবে বাদ দেওয়া এলাকাগুলি (আসামের এলাকাগুলি ছাড়া) উপ-কমিটি	এভি ঠক্কর
	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত উপজাতি এলাকা উপ-কমিটি	
	কার্যপ্রণালী কমিটির নিয়ম	ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
	রাজ্য কমিটি (রাষ্ট্রের সাথে আলোচনার জন্য)	জে এল নেহেরু
	পরিচালনা সংসদ	ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
ছোট কমিটি	অর্থ(Finanace) ও স্টাফ কমিটি	ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
	শংসাপত্র(credential) কমিটি	এ কে আয়ার
	হাউস কমিটি	B. পট্টাভী সীতারামাইয়া
	ব্যবসায়িক কমিটির আদেশ	ডাঃ কে এম মুন্সী
	জাতীয় পতাকা সংক্রান্ত অ্যাড-হক কমিটি	ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
	গণপরিষদের কার্যাবলী সংক্রান্ত কমিটি	জিভি মাভালঙ্কার
	SC-এর অ্যাড-হক কমিটি	এস. বরদাচারী
	প্রধান কমিশনারদের প্রদেশের কমিটি	B. পট্টাভী সীতারামাইয়া
	ইউনিয়ন সংবিধানের আর্থিক বিধান সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি	নলিনী রঞ্জন সরকার
	ভাষাগত প্রদেশ কমিশন	এস কে দার
	খসড়া সংবিধান পরীক্ষা করার জন্য বিশেষ কমিটি	জে এল নেহেরু
	প্রেস গ্যালারি কমিটি	উষা নাথ সেন
	নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অ্যাড-হক কমিটি	এস. বল্লভচারী

খসড়া কমিটি

- 29 আগস্ট, 1947 সালে, নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য সেট আপ করা হয়।
- **সাত সদস্যের কমিটি** সঙ্গে
  - ডঃ বি আর আম্বেদকর ·চেয়ারম্যান
  - এন গোপালস্বামী আয়ঙ্গার
  - আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার

- ডাঃ কে এম মুন্সী
- সৈয়দ মোহাম্মদ সাদুল্লাহ
- এন এম রাউ
- টিটি কৃষ্ণমাচারী

- **1948 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম খসড়া প্রকাশিত হয়**
- **1948 সালের অক্টোবরে প্রকাশিত দ্বিতীয় খসড়া।**

সংবিধান প্রণয়ন

- **ডক্টর বিআর আম্বেদকর চূড়ান্ত খসড়া প্রবর্তন করেন** 4 নভেম্বর, 1948, প্রথম পড়ার জন্য।
- **দ্বিতীয় পড়া** 1948 সালের 15 নভেম্বর অনুষ্ঠিত,
- **তৃতীয় পড়া** 14 নভেম্বর, 1949 তারিখে।
- **খসড়াটি 26 নভেম্বর, 1949 তারিখে পাস হয়েছিল** (সংবিধান দিবস).
- **26 নভেম্বর, 1949-এ গৃহীত সংবিধান**, অন্তর্ভুক্ত
  - **প্রস্তাবনা**
  - **394 ধারা (Article)**
  - **8 Schedules**.
- article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 এবং 392 এ নাগরিকত্ব, নির্বাচন, অস্থায়ী সংসদ, অস্থায়ী ও ক্রান্তিকালীন বিধান এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনামের বিধানগুলি এসেছে। 26 নভেম্বর, 1949- প্রয়োগ করা হয়। অবশিষ্ট বিধানগুলি 26 জানুয়ারী, 1950-এ কার্যকর হয়।
- সংবিধান গৃহীত হওয়ার সাথে সাথে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, 1947 এবং ভারত সরকার আইন, 1935 এর অধীনে সমস্ত বিধান বাতিল করা হয়েছিল।
- **প্রিভি কাউন্সিলের জুরিসডিকশন(Jurisdiction) বিলুপ্তি আইন (1949)**অব্যাহত

গণপরিষদের সমালোচনা

- **প্রতিনিধি সংস্থা নয় (not a representative body)**- সীমিত ভোটাধিকার দ্বারা নির্বাচনের কারণে গণরায় প্রতিফলিত হয়নি।
- **সার্বভৌম সংস্থা নয় (not a sovereign body)** যেহেতু এটি ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং তাদের অনুমতি নিয়ে এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- **ফ্রেমিংয়ে বেশি সময় লেগেছে** আমেরিকান সংবিধানের তুলনায় যা মাত্র 4 মাস সময় নেয়।
- **কংগ্রেসের আধিপত্য**
- **আইনজীবী ও রাজনীতিবিদদের আধিপত্য**
- **হিন্দু অধ্যুষিত**

- **এস এন মুখার্জি**= সংবিধানের প্রধান খসড়া
- **প্রেমবিহারী নারাইন রাইজাদা = ক্যালিগ্রাফার**
  - সংবিধানের **মূল পাঠ্যটি হাতে লেখা** in a flowing italic style.
- **দ্বারা সুসজ্জিত এবং সজ্জিত** নন্দ লাল বোস এবং বেওহর রামমনোহর সিনহা সহ শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের দ্বারা ।
- **হিন্দি সংস্করণের ক্যালিগ্রাফি**= বসন্ত কৃষাণ বৈদ্য
  - **সজ্জিত এবং আলোকিত = নন্দ লাল বসু.**
- **হাতি** = গণপরিষদের **প্রতীক**।
  - **সমাবেশের সিলমোহরে খোদাই করা হাতির মূর্তি।**
- মূলত, ভারতের সংবিধানে হিন্দি ভাষায় সংবিধানের একটি প্রামাণিক পাঠ্য সংক্রান্ত কোনো বিধান করা হয়নি।
  - 1987 সালের 58 তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন দ্বারা প্রণীত যা সংবিধানের শেষ অংশে একটি নতুন article 394-A সন্নিবেশিত করেছে।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2

অধ্যায়

প্রস্তাবনা

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [2][unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec.2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

- **ভূমিকা বা ভূমিকা** সংবিধানের কাছে
- **নির্দেশিকা প্রদান করে** সংবিধানের জন্য
- **মৌলিক দর্শন এবং মৌলিক মূল্যবোধকে মূর্ত করে** সংবিধানের ভিত্তি হিসাবে
- **স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে** সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতাদের।
- **বাকি সংবিধান যা** ইতিমধ্যেই **পরে প্রণীত** করা হয়েগেছে তার পরে প্রণীত হয়েছে এটা।
- **ক্ষমতার উৎসও নয়,** নিষেধাজ্ঞাও নয় আইনসভা বা কাছে
- **বিচারযোগ্য নয়-** আইন আদালতে প্রয়োগ যোগ্য নয়।
- **সংশোধন করা যেতে পারে-** মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন ছাড়া।

প্রস্তাবনা উপাদান

- প্রস্তাবনা ভারতের মানুষকে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব করে
- ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে।
- **সংবিধানের উদ্দেশ্য: ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব**
- **সংবিধান গৃহীত হওয়ার তারিখ:**এটি 26 নভেম্বর, 1949 তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করে।

প্রস্তাবনা সম্পর্কিত মূল শর্তাবলী

- **সার্বভৌমত্ব: নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা** এটি এমন একটি সরকার যা অন্য কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়: অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক। সার্বভৌম না হলে একটি দেশের নিজস্ব সংবিধান থাকতে পারে না। ভারত একটি সার্বভৌম দেশ। এটি কোনো বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত।
- **সমাজতান্ত্রিক: মূল সংবিধানের অংশ নয়**.
  - 42 তম সংশোধনী আইন দ্বারা যোগ করা হয়েছে
  - অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয়।
  - বৈষম্য দূরীকরণ, সকলের জন্য ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজনীয়তার বিধান, সমান কাজের জন্য সমান বেতনের মতো আদর্শ অর্জনের প্রতিশ্রুতি।
- **ধর্মনিরপেক্ষতা:** 42 তম সাংবিধানিক সংশোধনী আইন 1976 দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে।
  - ভারত ধার্মিকও নয়, ধর্মবিদ্বেষীও নয়, ধর্মবিরোধীও নয়।
  - কোনো **রাষ্ট্রধর্ম নেই**-রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করে না
- **গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র:**সরকার জনগণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ ও দায়বদ্ধ।
  - **গণতান্ত্রিক বিধান**: সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, নির্বাচন, মৌলিক অধিকার এবং দায়িত্বশীল সরকার।
  - **প্রজাতন্ত্র:**নির্বাচিত প্রধানরাষ্ট্রের (রাষ্ট্রপতি ·পরোক্ষভাবে নির্বাচিত) ব্রিটেন হিসাবে বংশগত শাসক নয়।

- **বিচার:**খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং মানুষ হিসাবে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে জনগণকে যা পাওয়ার অধিকার রয়েছে তা দিতে।
  - রুশ বিপ্লব (1917) থেকে নেওয়া
  - ন্যায়বিচারের তিনটি মাত্রা- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।
    - **সামাজিক বিচার:**বর্ণ, বর্ণ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে সামাজিক বৈষম্য ছাড়াই সকল নাগরিকের সাথে সমান আচরণ।
    - **অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার:**অর্থনৈতিক কারণের উপর অ-বৈষম্য।

      সামাজিক ন্যায়বিচার + অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার = 'বন্টনমূলক ন্যায়বিচার'
    - **রাজনৈতিক ন্যায়বিচার:**সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার, সকল রাজনৈতিক অফিসে সমান প্রবেশাধিকার এবং সরকারে সমান স্বর থাকা উচিত।
- **স্বাধীনতা:**চিন্তা এবং অভিব্যক্তি; ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের উপর সীমাবদ্ধতার অনুপস্থিতি, এবং একই সময়ে, ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ প্রদান করে।
  - ফরাসি বিপ্লব (1789-1799) থেকে নেওয়া।
- **সমতা: বিশেষ সুবিধার অনুপস্থিতি** সমাজের যে কোনো বিভাগের জন্য, এবং কোনো বৈষম্য ছাড়াই সকল ব্যক্তির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগের বিধান।
  - সাম্যের তিনটি মাত্রা- নাগরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।
- **ভ্রাতৃত্ব:**ভ্রাতৃত্ববোধ; একক নাগরিকত্বের ব্যবস্থা এবং অনুচ্ছেদ 51A (মৌলিক দায়িত্ব) দ্বারা ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি প্রচার করে।

সংবিধানের একটি অংশ হিসাবে প্রস্তাবনা

বেরুবাড়ী ইউনিয়ন বনাম অজানা মামলা, 1960	কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলা, 1973	কেন্দ্রীয় সরকার বনাম LIC অফ ইন্ডিয়া কেস, 1995
• SC বলেছে যে 'প্রস্তাবনা হল নির্মাতাদের মন খোলার চাবিকাঠি' তবে এটিকে সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাই আইন আদালতে তা প্রয়োগযোগ্য নয়।	• SC বলেছিল যে "সংবিধানের প্রস্তাবনা এখন সংবিধানের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। প্রস্তাবনা কোন বিধিনিষেধ বা নিষেধাজ্ঞার সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা উৎস নয় কিন্তু সংবিধানের বিধি ও বিধানের ব্যাখ্যায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।	• SC বলেছে যে প্রস্তাবনা সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু ভারতের বিচার আদালতে সরাসরি প্রয়োগযোগ্য নয়।

সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- **দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান:**এতে রয়েছে:
  - **রাজ্য এবং কেন্দ্রের জন্য পৃথক বিধান** এবং তাদের আন্তঃসম্পর্ক।
  - **ধার করা বিধান** বিশ্বের বিভিন্ন উৎস এবং সংবিধান থেকে।

দেশগুলো	ভারতীয় সংবিধানের ধার করা বৈশিষ্ট্য
অস্ট্রেলিয়া	• সমবর্তী তালিকা • ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক আদান-প্রদান এর স্বাধীনতা • সংসদের দুই কক্ষের যৌথ বৈঠক
কানাডা	• একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের সাথে ফেডারেশন • কেন্দ্রে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা • কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যের গভর্নর নিয়োগ • SC এর উপদেষ্টার আইনগত অধিকার (Advisory jurisdiction)
আয়ারল্যান্ড	• রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি • রাজ্যসভায় সদস্যদের মনোনয়ন • রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি
জাপান	• আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি
ইউএসএসআর/রাশিয়া	• মৌলিক কর্তব্য • প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচারের আদর্শ (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক)
British	• সংসদীয় সরকার • আইনের ভূমিকা • আইনী পদ্ধতি • একক নাগরিকত্ব • ক্যাবিনেট সিস্টেম • বিশেষাধিকারমূলক রিট(Writ) • সংসদীয় বিশেষাধিকার • দ্বিকক্ষিকতা • আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি
US	• মৌলিক অধিকার • বিচার বিভাগের স্বাধীনতা • বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা • রাষ্ট্রপতির অভিশংসন • SC এবং HC বিচারকদের অপসারণ • সহ-সভাপতির পদ
জার্মানি (ওয়েইমার)	• জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার স্থগিত করা
দক্ষিন আফ্রিকা	• ভারতীয় সংবিধানে সংশোধনের পদ্ধতি • রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন
ফ্রান্স	• প্রজাতন্ত্র • প্রস্তাবনায় স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ

- **SC, ST, মহিলা, শিশু এবং অনগ্রসর অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক বিধান।**

- **অধিকারের বিস্তারিত তালিকা**, DPSPs এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির বিবরণ
- **মূলত (1949),**একটি প্রস্তাবনা ছিল, 395টি প্রবন্ধ (22টি অংশে বিভক্ত) এবং 8টি তফসিল।
- **বর্তমানে**, এটি একটি প্রস্তাবনা, 25টি অংশ, 448টি প্রবন্ধ, 12টি তফসিল এবং 104টি সংশোধনী নিয়ে গঠিত।

- **অনমনীয়তা এবং নমনীয়তার অনন্য মিশ্রণ:**
  - **কিছু অংশ সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে** যখন কিছু বিধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে **সেই হাউসের মোট সদস্য সংখ্যা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশের কম নয়, যারা** উপস্থিত এবং ভোট দিচ্ছে .
  - রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পেশ করার আগে কিছু সংশোধনীকে অন্তত অর্ধেক রাজ্যের আইনসভা দ্বারা অনুমোদন করা প্রয়োজন।
- **ভারত একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্র হিসাবে:**সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারত তার জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসিত হয়।
- **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা:** সংসদ সদস্যদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে
  - **কার্যনির্বাহী আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ** এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটি আইনসভার আস্থা ভোগ করে ততক্ষণ ক্ষমতায় থাকে।
    - **রাষ্ট্রপতি** ভারতের, যিনি পাঁচ বছরের জন্য পদে থাকেন, তিনি নামমাত্র, উপাধিযুক্ত বা সাংবিধানিক প্রধান (নির্বাহী)।
    - **প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন প্রকৃত নির্বাহী এবং CoM(Council of minister-**মন্ত্রী পরিষদ) **এর প্রধান** যারা সম্মিলিতভাবে নিম্নকক্ষের (লোকসভা) কাছে দায়ী।
- **একক নাগরিকত্ব:** ইউনিয়ন দ্বারা প্রদত্ত একক নাগরিকত্ব এবং ভারত জুড়ে সমস্ত রাজ্য দ্বারা স্বীকৃত।
- **ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি:**সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতে রাজনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করে যা 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এর ভিত্তিতে কাজ করে।
  - 18 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রতিটি ভারতীয় জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম বা অবস্থান নির্বিশেষে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী।
- **স্বাধীন ও সমন্বিত বিচার ব্যবস্থা:** নির্বাহী ও আইনসভার প্রভাব থেকে মুক্ত।
  - সুপ্রিম কোর্ট হিসেবে SC যার নিচে হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালত আসে
- **মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং DPSP:**
  - **মৌলিক অধিকার নিরঙ্কুশ নয়** কিন্তু সংবিধানের দ্বারা সংজ্ঞায়িত সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে এবং আইনের আদালতে প্রয়োগযোগ্য।
  - **DPSPs হল নির্দেশিকা** শাসন সংক্রান্ত রাষ্ট্র দ্বারা অনুসরণ করা এবং আইনের আদালতে প্রয়োগযোগ্য নয়।
  - **42 তম সংশোধনী দ্বারা যোগ করা মৌলিক কর্তব্য হল নৈতিক বিবেক** যা নাগরিকদের অনুসরণ করা উচিত।

- **একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীকরণ প্রবণতা সহ ফেডারেশন:**ভারত হল ধ্বংসাত্মক রাষ্ট্রগুলির সাথে একটি অবিনশ্বর ইউনিয়ন যার মানে এটি জরুরি অবস্থার সময় একক চরিত্র অর্জন করে।
- **বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সাথে সংসদীয় আধিপত্যের ভারসাম্য বজায় রাখা:**বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সহ একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ

Toppersnotes
Unleash the topper in you